

তারিখঃ ২৮-০৭-২০২৫ (পৃঃ ০৬)

বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমি ৩৫তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের উদ্বোধন

■ শেরপুর (বগুড়া) সংবাদদাতা

বগুড়ার শেরপুরে অবস্থিত পল্লী উন্নয়ন একাডেমি বগুড়ার দুই দিনব্যাপী ৩৫তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের উদ্বোধন করা হয়েছে। রবিবার সকাল ১০টায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমি বগুড়ার (আরডিএ, বগুড়া) মহাপরিচালক ড. এ কে এম অলি উল্যার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মো. ইসমাইল হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি.) মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান। এছাড়াও সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন, একাডেমির যুগ্ম পরিচালক খালিদ আওরঙ্গজেব, উপপরিচালক মো. মহিউদ্দিন, আন্দালিব মেহজাবীন ও মনিরুল ইসলাম। সম্মেলনে শতাধিক গবেষক, শিক্ষাবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, উন্নয়নকর্মী ও সুফলভোগী অংশ নেন, যাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মতামতের ভিত্তিতে আরডিএ ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে।

বক্তারা বলেন—উত্তাবন, প্রয়োগ এবং সম্প্রসারণ এই তিনটি স্তম্ভকে ভিত্তি করে আরডিএ পল্লী উন্নয়নের একটি টেকসই ও মডেলভিত্তিক কাঠামো গড়ে তুলেছে, যা দেশের প্রান্তিক জনগণের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

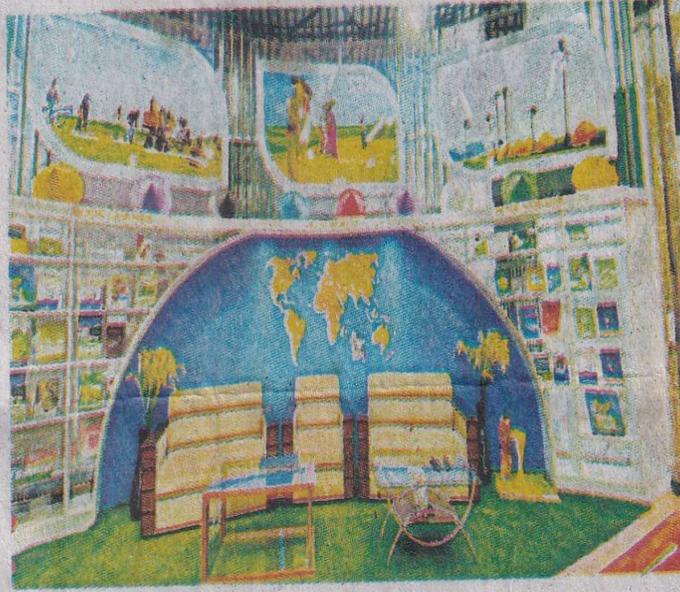
তারিখঃ ২৫-০৭-২০২৫ (পৃঃ ১২,০২)

বৃ রাইস মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে ৬৭১ প্রজাতির উন্নত ধান

■ আলতাভ হোসেন

ধান দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। ধান থেকে চাল হয় আর চাল থেকে ভাত। দেশের মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত। তাই ধানই বাংলাদেশের প্রাণ। ধান নিয়ে কাব্যের অভাব নেই। বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা মানে আমরা ধান বা চালের নিরাপত্তাকে বুঝি। ধাননির্ভর সমাজ ও সংস্কৃতিতে এসেছে অনেক পরিবর্তন, ধানভিত্তিক অর্থনীতিতে ঘটেছে নানা রূপান্তর।

ধানকে এ দেশের জাতীয় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। খাদ্য নিরাপত্তা বলতে এ দেশে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ভাতের নিরাপত্তাকেই বুঝানো হয়। কোনো দেশের শিল্প, সাহিত্য, অর্থনীতি কিংবা রাজনীতি সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় খাদ্য নিরাপত্তা দিয়ে। বিশ্বমানের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৭০ সালের ১ অক্টোবর থেকে গত সাড়ে চার দশকের বেশি সময় ধরে বৃ এ দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অসামান্য অবদান রেখে



চলেছে। বৃ গত পাচ দশকে বন্যা, খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু ধান, শীত প্রধান অঞ্চলের উপযোগী ধান, সরু ও সুগন্ধি পমিয়াম কোয়ালিটি ধান, জিংক সমৃদ্ধ ধান (বিশ্বের প্রথম) ও হাইব্রুড ধানসহ ১২১টি উন্নত জাতের ধান উদ্ভাবিত করেছে। এর মধ্যে ইনব্রুড সাতটি

হাইব্রুড আটটি ধানের জাত রয়েছে। যার সবগুলোর নমুনা এই মিউজিয়ামে প্রদর্শন করা হচ্ছে। এ ছাড়াও দেশের আবহাওয়া সহিষ্ণু ৫৫০টি জাতের ধানের বীজ সংরক্ষণ করা হয়েছে। এসব ধানের জাতগুলো দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হারিয়ে গেছে। দেশের ঐতিহ্য

কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (বৃ) বৃ রাইস মিউজিয়ামে হারিয়ে যাওয়া উন্নত মানের ধানের জাত সংরক্ষণ করেছে।

ধানকে এ দেশের জাতীয় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। খাদ্য নিরাপত্তা বলতে এ দেশে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ভাতের নিরাপত্তাকেই বুঝানো হয়। কোনো দেশের শিল্প, সাহিত্য, অর্থনীতি কিংবা রাজনীতি সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় খাদ্য নিরাপত্তা দিয়ে। বিশ্বমানের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৭০ সালের ১ অক্টোবর থেকে গত সাড়ে চার দশকের বেশি সময় ধরে বৃ এ দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অসামান্য অবদান রেখে

চলেছে। বৃ গত পাচ দশকে বন্যা, খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু ধান, শীত প্রধান অঞ্চলের উপযোগী ধান, সরু ও সুগন্ধি পমিয়াম কোয়ালিটি ধান, জিংক সমৃদ্ধ ধান (বিশ্বের প্রথম) ও হাইব্রুড ধানসহ ১২১টি ধানের জাত সংরক্ষণ

● পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

বু রাইস মিউজিয়ামে সংরক্ষিত

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

করেছে। যার সবগুলোর নমুনা এই মিউজিয়ামে প্রদর্শন করা হচ্ছে। ধাননির্ভর সমাজ ও সংস্কৃতিতে এসেছে অনেক পরিবর্তন, ধানভিত্তিক অর্থনীতিতে ঘটেছে নানা রূপান্তর। গরত দিয়ে হাল চাষ, মই চাষ আর ধান মাড়াই দৃশ্য গ্রামবাংলায় অদৃশ্য হতে চলেছে। সেখানে এসেছে হারভেস্টার, অত্যাধুনিক বপন ও রোপণ যন্ত্র। সবকিছুতেই লেগেছে প্রযুক্তির ছোয়া। তাই বলে কি দেশীয় ধানভিত্তিক জাত, কৃষ্টি কালচার হারিয়ে যাবে? না সেটি সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট। রাইস মিউজিয়ামে ধানের বীজ থেকে বীজ বৃদ্ধি পর্যায়, গত পাচ দশকে বৃ উদ্ভাবিত বিভিন্ন উফশি জাতের ধান ও চালের নমুনা, দেশীয় বিভিন্ন আদি জাত, চালের তৈরি পিঠাপুলি, ধানের উপজাত পণ্যগুলো, প্রধান প্রধান আগাছা, রোগবাহাইয়ের সচিত্র নমুনা, ধান চাষে ব্যবহৃত দেশীয় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির রেপ্লিকা ও কৃষি বিষয়ক বইপত্র এক ছাদের নিচে এনে প্রদর্শন করা হচ্ছে।